[redacted]

[redacted]

জানান,- ভাটুই নদী পূর্ণখননের জন্য মন্ত্রণালয়ে কাগজ পাঠানো হয়েছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে বরাদ্দ হলেই খনন কাজ শুরু করা হবে। তিনি আরো বলেন,- নদীর বুকে ফসলের চাষাবাদ ও ভরাটের বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সরোয়াদ্দী বলেন, শুকিয়ে যাওয়া নদীতে ভূমিহীন কৃষকরা বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করে কিছুটা আর্থিক সচ্ছল হচ্ছেন।

কার্পাসডাঙ্গায় মৎস্য আড়েৎ মাছ ক্রয় করা’কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

গতকাল দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গার শান্তি হালদারের মৎস্য আড়েৎ মাছ ক্রয় করা’কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। না গেছে মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মো: আব্দুলা পিতা আব্দুল জলিল ও কার্পাসডাঙ্গা কোমরপুর গ্রামের আব্দুল কাদের পিতা এড়েং এর ছেলে সকাল ৯ ঘটিকার সময় মাছ ডাকা’কে কেন্দ্র করে হাতাহাতি হয়, এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো।

পরবর্তীতে সন্ধা ৭ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস উভয়পক্ষ’কে ডেকে সমঝোতা করে দেয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান (মুকুল), ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা আক্তারুজ্জামান, ফারুক হোসেন, ইসরাফিল, এবং ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির(শিরিন) সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস

উভয়পক্ষকে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে বললেন। চেয়ারম্যান এই মহৎ উদ্যোগে মদনা ও কার্পাসডাঙ্গা কোমপুরে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট এবং চেয়ারম্যান’কে সাধুবাদ জানায়।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

কাঠ ফাটা রোদ আর ভয়ানক গরমে পুড়ছে মেহেরপুর জেলার মানুষ। প্রচন্ড দাবদাহে নাভিশ্বাস উঠেছে প্রাণীকুলেও। এই পরিস্থিতিতে ফ্যানের বাতাসও গরম হয়ে পড়ছে। ফলে ঘরের ভেতরেও টেকা দায়। প্রকৃতির রুদ্ররূপে দুঃসহ জীবনযাপন করছে মানুষ। সব মিলে ওষ্ঠাগত প্রাণ। কয়েক দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে জনজীবন আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

মৌসুমের এই তাপদাহ আগামী ঈদের আগে কমার লক্ষণ নেই বলেই জানালো চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তর।
গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার সময় চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস মেহেরপুরের তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং বাতাসের আর্দতা রেকর্ড করেছে ১৬ শতাংস। এটাই চলতি মৌসুমে দেশের সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অফিস।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান বলেন, ঈদের আগ পর্যন্ত আবহাওয়া পরিবর্তণের কোনো লক্ষণ নেই। একই আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। তবে, কয়েকদিন পর একটু একটুু করে গরম কমতে পারে।

আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, সাধারণত কোনো এলাকার তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হলে সেখানে মৃদু দাবদাহ শুরু হয়। এটি ৩৮ ডিগ্রি পার হলে তা পরিণত হয় মাঝারি দাবদাহে। আর ৪০ ডিগ্রি পার হলে সেটাকে তীব্র দাবদাহ বলা হয়। যদি ৪২ ডিগ্রি পার হয়, সেটা অতি তীব্র দাবদাহে রূপ নেয়। শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মেহেরপুরে ৪২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

(আরএমও) ডাক্তার মকলেচুর রহমান বলেন, গরমের কারণে হাসপাতালে বেড়েছে ডাইরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে গত এক সপ্তাহে ৩৮৬ জন ডাইরিয়ায় আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মারুফ বলেন, রোজাদারদের সেহরি ও ইফতারিতে বেশি করে পানি ও সরবত পান করতে হবে। যারা রোজাদার নন, তাদেরকে বেশি বেশি পানি ও রসালো ফল খাওায়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া প্রচন্ড গরমে প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, এই গরমে বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক মানুষের অবস্থা বেশি খারাপ। দাবদাহে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া পানিশূন্যতা থেকে ডায়রিয়াসহ টাইফয়েড ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। এমন অবস্থায় বিশুদ্ধ পানি পানের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গাতেও তীব্র দাবদহে জ্বলছে জেলার মানুষ। শরীরে লাগছে ঝলসানো রোদের তাপ। দুপুর হতেই প্রয়োজন বিহীন কেউ বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। দাবদহের কারণে পিচ ঢালা রাস্তায়ও ধরেছে গলণ। টানা ১৪ দিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায়। গতকাল শনিবার দুপুর ৩টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা বেঁড়ে দাড়ায় ৪২.২ ডিগ্রি। তাপদহে ফসলের মাঠ ফেটে চৌঁচির । রোজাদার মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন এজেলায় গড়ে ১ ডিগ্রি করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আবহাওয়া অফিস জানায়, চলতি মৌসুমেগতকাল শনিবার দেশের তীব্র সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। আগামি কয়েকদিন এই তাপমাত্রা অব্যাহত থাকবে। দ্রূত তাপমাত্রা কমা কিংবা বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। গতকাল শনিবার বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২.২ ডিগ্রি। বাতাসের আদ্রতা ১৬ শতাংশ। গত শুক্রবার এ-জেলায় ৪১.৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

এক টানা তীব্র দাবদহের কারণে রোজাদার মানুষেরা দুর্বিষহ হয়ে

উঠেছে। এতে অনেকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কৃষি জমিতে পানির অভাবে দেখা দিয়েছে ফাটল। এছাড়াও চলতি বোরো মৌসুমে ধান কাটতে পারছে না কৃষকেরা।

জেলার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান জানান, চলতি মৌসুম গতকাল শনিবার বেলা ৩ টায় জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২.২ ডিগ্রি। শুক্রবার রেকর্ড করা হয়েছে ৪১.৭ ডিগ্রি। চলতি সপ্তাহেই তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভবনার কথা জানান।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা

চুয়াডাঙ্গায় মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় পালিত হলো বাংলা নববর্ষ-১৪৩০ উৎসব।

শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি ও মঙ্গল শোভাযাত্রা বাহির হয়। র্যালিটি চুয়াডাঙ্গা জেলা বিভিন্ন স্থানে প্রদক্ষিণ করে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে এসে শেষ হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা শেষে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। এ সময় তিনি বলেন বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে বাংলা নববর্ষ উৎসব। পহেলা বৈশাখ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যোগ হলো নতুন বছর। পুরাতন বছরের ব্যর্থতা মুছে ফেলে, নববর্ষ এলো সাফল্যের দ্বার খুলে সবাইকে জানাই বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা! শুভ নববর্ষ-১৪৩০।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন। এছাড়াও উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আজিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম মালিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

ফেইসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দুই পত্রিকার সাংবাদিককে হুমকি

বহুল আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী আলমডাঙ্গার ঘণা শ্যামের খুটির জোর কোথায় জনমনে প্রশ্ন।সে এখনো পর্যন্ত বীরদর্পে ঘুরে বেড়ালেও আইনির আওতায় আনতে পারেনী প্রশাসন।এই ঘনা শ্যামের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এ সংবাদের জেরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দুই পত্রিকার সাংবাদিককে হুমকি দেওয়া হয়েছে।এবং নিজে বার্চার জন্য স্হানীয় একটি পত্রিকায় প্রতিবাদও দিয়েছে।কে এই ঘনা শ্যাম তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক ব্যাবসায়ীর সাথে সংখ্যাত রয়েছে তার প্রমান আছে সাংবাদিকদের কাছে।

গত কয়েক মাস আগে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের আলোচিত মাদক ব্যাবসায়ী রশিদের বাড়িতে অবস্থান নেয়। রশিদের বাড়িতে সাংবাদিকদের দেখে পালোনোর চেষ্টা করে। শেষ পযন্ত তার শেষ রক্ষা হয়নি। ঘণা শ্যাম বলেন রশিদ আমার ব্যাবসায়ীক পার্টনার সে জেলে আছে তার জন্য কিছু বাজার ঘাট করে নিয়ে এসেছি।তার এ সব কথা ভিডিও ধারন করা আছে। ঘনা শ্যাম আরও বলেন দর্শনা থানার ওসি লুৎফুল কবির আমার পৃর্বের পরিচিত আমি তার বাজার

ঘাট থেকে শুরু করে তার দেখাশুনা করি। আমি মাঝে মাঝে কিছু ফেনসিডিলের চালান ধরিয়ে দিয়। সেই সুবাদে আমার সাথে লুৎফুল কবিরের সম্পর্ক। এই ঘনা শ্যামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গায় বাড়ি। সে প্রতিদিন মটরসাইকেল নিয়ে সকালে রাত্রে দর্শনায় চলে আসে। তাহলে কি কারনে দর্শনায় আসে জনমনে প্রশ্ন জেগেছে সাধারন মানুষের। প্রশাসনের কাছে জোর দাবি তাকে গ্রেফতার করে আইনির আওতায় নিয়ে আসলে বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য।

গত ৮ এপ্রিল ফেইবুকে দুজন সাংবাদিকদের নাম ছবি সহ শ্রী অন্তর বিশ্বাস নামের একটি ফেইসবুক পেজে এ হুমকি প্রদান করেন। এ ঘটনায় দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো সহ মাদক ব্যবসায়ী ঘণা শ্যামের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক নের্তৃবৃন্দ সহ সকল সদস্যরা।

ফেইসবুকে গত ৮ এপ্রিল দুপুর ১ টার দিকে মামুন ও চন্ঝের বিরুদ্ধে আপত্তিকর পোষ্ট দেয়।যাতে করে চরমভাবে ক্ষুন্ন হয় মান। বিষয়টি সাংবাদিক মহলে জানাজনি হলে প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাংবাদিক মহল।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ঘনা শ্যামের শাস্তি ও গ্রেফতারের দাবিতে দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা অনুষ্টিত হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহব্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরুর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আওয়াল হোসেন, সদস্য ওসমান আলী, চঞ্চল মেহমুদ।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কচি, তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক আবিদ হাসান রিফাত, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজিব মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ মাসুম বিল্লাহ, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান রনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসমত আলী, দপ্তর সম্পাদক সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাব্বির আলিম, তথ্য প্রযুক্তি

সম্পাদক ওয়াসিম রয়েল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জামান তারিক, কার্যনির্বাহী সদস্য ওসমান আলী, ফরহাদ হোসেন, প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ভুট্টাক্ষেত ও পানের বরজে আগুন, ৫কোটি টাকার ক্ষতি

আলমডাঙ্গার খাদেমপুর মাঠে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় ৩০০ বিঘা ভুট্টাক্ষেত ও পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের দাবি, এতে অন্তত পাঁচ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ এপ্রিল) উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বানাতখাল মাঠে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসসহ ৪টি ইউনিট প্রায় পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হোসেন শহীদ সরোওয়ার্দী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিস্তৃত মাঠের পাশে বানাত খাল দীর্ঘদিন পানিশূন্য থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপাকে পড়তে হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের। কৃষকদের পানের বরজে স্থাপন করা পানির সেচ পাম্প থেকে পানি উত্তোলন করে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় ফায়ার সার্ভিস।

এ ঘটনায় খাদেমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়াদ্দার জানান, সকাল সাড়ে ১০টায় হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পান স্থানীয় কৃষকরা। মাঠে উপস্থিত কৃষকদের সহযোগিতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে দীর্ঘ চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অফিসার সেন্টু মিয়া জানান, দুপুরে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ২টি ইউনিট ও আলমডাঙ্গার

২ ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে ফায়ার সার্ভিস। তদন্ত করে ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ ও আগুনের সূত্রপাত জানা যাবে।

দামুড়হুদা থানা ফারিয়া‘র উদ্যেগে ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা থানা ফারিয়া‘র উদ্যেগে ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। দামুড়হুদা থানা ফারিয়া‘র সভাপতি মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৫ টার দিকে দামুড়হুদা থানা ফারিয়া‘র আয়োজনে ক্যাফে রুপকথা হাউজে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মামুনুর রশীদ।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপেরেশন শফিউল আলম, বাংলাদেশ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতির দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি আ স ম দুদু ইসলাম, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক মাকসুদুর রহমান রতন, দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই শেখর চন্দ্র মল্লিক, এস আই তাপস কুমার, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সহসভাপতি গৌতম চন্দ্র মন্ডল দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার অর্থ সম্পাদক ডালিম উদ্দীন, ক্রীড়া সম্পাদক আসাদুসজ্জামান আসাদ, সদস্য আবুবক্কর, ইমরান, আব্দুল খালেক, নয়ন, সোহেল, সাইদুরজামান, ফিরোজ, খুসবু, মেহেদী, ওমর ফারুক, রানাসহ দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সকল সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়া যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইদ উর রহমান।

প্রধান অতিথি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, এমন সন্দুর পরিবেশের একটি অনুষ্ঠানে সকলের সাথে পরিচিত হতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।সকল ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা আছে বলেই আমরা যখন যে ওষুধ প্রয়োজন তখন সেই ওষুধ সংগ্রহ করতে পারছি।আপনারা মন খুলে কাজ করুন যে কোন সুবিধা অসুবিধা আমাকে প্রয়োজন মনে করলে আমি আপনাদের পাশে সব সময় আছি ইনশাআল্লাহ।

দামুড়হুদা থানা ফারিয়া‘র সভাপতি মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের আমন্ত্রণে আপনারা এসে আমাদের আনুষ্ঠানটিকে ধন্য করেছেন। আর আমাদের আশা সবার সঙ্গে সৌর্হাদ্যপৃর্ণ ব্যবহারের মার্ধ্যমে যেন কাজ করতে পারি তার জন্য দোয়া করবেন।

আলমডাঙ্গায় ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেল স্টেশন সংলগ্ন থেকে নেশাজাতীয় ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত বুধবার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকরা হলেন- পৌর এলাকার নওদা-বন্ডবিল গ্রামের কাহারপাড়ার মন্টুর ছেলে সজীব ওরফে ফজা (২৫) ও কালু বয়াতির ছেলে নিশান (২০)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, বুধবার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে দুই যুবক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয়ের খবর আসে পুলিশের নিকট। আলমডাঙ্গা থানার এসআই আমিনুর, এএসআই মোস্তফা কামাল সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় মাদক বিক্রয়কালে দু’যুবককে হাতে-নাতে আটক করে। তাদের নিকট থেকে নেশাজাতীয় দ্রব্য ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। এঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য

আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিনব্যাপী সেমিনার

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যমকর্মী এবং সুশীল সমাজের নাগরিকদের অংশগ্রহণে উগ্রবাদ প্রতিরোধে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ লাইন ড্রিল শেডে বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সহযোগিতায় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে উগ্রবাদ প্রতিরোধ দিনবব্যাপী এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) আবু তারেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়তে হলে আমাদের সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কল্যানের জন্য কিন্তু এই মধ্যে কিছু মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সুযোগ নিচ্ছে উগ্রবাদের গড়ে তুলছে জেএমবি সহ বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি সংগঠনের। আমাদের সকলের ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হবে।

এ সময় তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি

আহবান করে বলেন, আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যার যার যে ধর্ম সেই ধর্ম মেনে চলতে হবে। সেইসাথে ইসলামিক শরিয়ত মোতাবেক কাজ করতে হবে কিন্তু কোন প্রকার উগ্রবাদ ও জঙ্গি সংগঠনের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ এই দেশে কোন প্রকার জঙ্গি ও উগ্রবাদের সন্ধান পেলে আমরা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবো।পুলিশ এখন প্রযুক্তি ও আইসিটি দিন থেকে অনেক শক্তিশালী।

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ছাত্র গণমাধ্যমকর্মী এবং সুশীল সমাজের নাগরিকদের অংশগ্রহণ উগ্রবাদ প্রতিরোধে শীর্ষক দিনব্যাপী এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা শেষে সেমিনার উপলক্ষে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কাউন্টার টেটোরিজম ইউনিট শেখ ইমরান হোসেন বিপিএম পিপিএম

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃআজিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাডভোকেট মানিক আকবর সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ।

কার্পাসডাঙ্গায় ১ কেজি গাঁজা সহ চন্দন লাহিড়ী গ্রেফতার

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মিশনপল্লীর মৃত ইসহাক লাহিড়ীর ছেলে চন্দন লাহিড়ী (৫২) গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩ টার সময় নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চন্দন লাহিড়ীর নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজা সহ কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির এস আই

ইমরান হোসেন, এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চন্দন’কে আটক করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে জানা যায় ১ জনকে গাঁজা সহ আটক করা হয়েছে।

গতকাল তার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন দামুড়হুদা মডেল থানায় আমি নতুন যোগাযোগ করেছি, তবে আমি আমার সাধ্যমতো মাদক নির্মুল করার চেষ্টা করবো। এবং এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে যুবসমাজকে ধংসের মুখ থেকে রক্ষা করতে হবে।